একবিপ্র তরাসেতে, দেখে গিয়া স্বচক্ষেতে,
রামকান্ত গোপনেতে আছে।
বিপ্র বলে 'দফা সারা, কা'র বাসুদেব তোরা,
জোর করে এনেছিস্ সবে?
যার ভক্তি তার হরি, মোরা যে গরব করি,
সে কেবল ব্রাহ্মণ গৌরবে।।
যার বাসুদেব এই, উদয় হইল সেই,
সাধুপানে কেন নাহি চাও?
মূলমর্ম নাহি জান, দেবলা ধরিয়া টান,
জোর করে দেবতা ঘুরাও।।
এক বিপ্র ক্রোধ ভরে, রামকান্তে নিল ধরে,
মণ্ডপের সম্মুখেতে রাখি।
বিপ্র বলে 'যদি এলি, সম্মুখে কেন না ছিলি,
পিছে থেকে করেছ বুঁজরুকি।।
যদি নিজ ভাল চাও, শীঘ্র করে উঠে যাও,
শুনি রামকান্ত চলে গেল।
ভোগরাগ লাগিবে কি? বৈরাগীর ভোজ ভেল্কি,
বাসুদেব সদ্ভাব হইল।।
কান্তলীলা চমৎকার, যেন অমৃতের ধার,
কর্ণ ভরি পিও সাধুজন।
ওড়াকান্দী অবতীর্ণ, নমঃশূদ্র কুল ধন্য,
রসনা, রসনা কি কারণ?

শ্রীশ্রীবাসুদেবজীর স্নানযাত্রা

জগন্নাথ স্নানযাত্রা, ব্রাহ্মণের একত্রতা,
হ'ল সবে স্নানের কারণ।
গিয়া পুকুরের ঘাটে, বাসুদেবে রেখে তটে,
করে জলকেলি সংকীর্ত্তন।।
ঝাঁজ শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনি, কুলবতীর উলুধ্বনি,
সুগন্ধি কুসুম ফেলাফেলি।
বাসুদেব লয়ে কো'লে, নামি পুষ্করিণীর জলে,
সবে মিলি করে জলকেলি।।
বাসুদেব ছিল কোলে, কোল হতে নামি জলে,
ছল করি লুকাইয়া রয়।
যে বিপ্র জলে নামিয়া, বাসুদেবে হারাইয়া,
আর নাহি অন্বেষিয়া পায়।।
বিপ্র বলে 'কিবা হ'ল? বাসুদেব কোথা গেল?
ডুব দিয়া না পাই খুঁজিয়া'।
সব দ্বিজ তাহা শুনি, জলে ডুবায় অমনি,
খুঁজিতেছে ডুবিয়া ডুবিয়া।।
যত ছিল প্রেমানন্দ, সবে হ'ল নিরানন্দ,
জলে হারাইয়া বাসুদেবে।
কেহ বলে 'হায়! হায়! কোথা বাসুদেব রায়?
কেহ কাঁদে হাহাকার রবে।।
কূলে তার বক্ষঃদেশ, মধ্যে তার গলদেশ,
পুকুরের বারি পরিমাণ।
পুকুরের অল্প জলে, বাসুদেব লুকাইলে,
কি হ'ল কোথায় অন্তর্ধান।।
গ্রামের ব্রাহ্মণ মাত্র, সকলে হয়ে একত্র,
বাসুদেবে অন্বেষণ করে।
হয়ে এল সন্ধ্যাকাল, ডুবাইয়া চক্ষু লাল,
হাহাকার করে উচ্চৈঃস্বরে।।
কেহ বলে 'অমঙ্গল! কেহ বলে 'হরিবোল'।
কেহ বলে 'রামকান্তে কও।
তার বাসুদেব এনে, জোর করে রাখ কেনে
সে কারণ অপরাধী হও।।
যে দিনে ফিরিয়াছিল, হইত না অমঙ্গল,
তার বাসুদেব তারে দিলে।
মোদের থাকিলে ভক্তি, কেন বাসুদেব মূর্ত্তি,
ছল করি ডুব মারে জলে'?
দ্বিজগণ সকাতর, জাগরণে নিশি ভোর,
রামকান্তে সংবাদ জানায়।